প্রথম আলো

তারিখ ... 25 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ১ ...

editorial@prothom-alo.info

ভালো মূল্যায়ন মন্দ ফল!

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কবে শৃঙ্খলা আসবে?

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যে গড়ে ৬৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেটি নিঃসন্দেহে আনন্দের খবর। আমরা তাঁদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সেই সঙ্গে বেদনার বিষয় হলো এই পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন।

এই পরীক্ষায় অকৃতকার্যের জন্য শিক্ষার্থীরা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায় শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থার। গতকাল *প্রথম আলো* গত পাঁচ বছরে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের যে চিত্র তুলে ধরেছে, তাতে শৃঙ্খলার গুরুতর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এবার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাতা মূল্যায়নের একটি মানপদ্ধতি নির্ধারণ করে সেটি শিক্ষকদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে বলে পাসের হার কমেছে। পাসের হার কমবেশির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতির মান উন্নয়ন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এবার সঠিক পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমরা যদি তাঁর কথা সঠিক ধরে নিই, তাহলে এই প্রশ্নও উঠবে যে আগের বছরগুলোতে কি ভুল পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়িত হয়েছে? বেশ কয়েক বছর ধরেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল্যায়ন নিয়ে নানা মহল থেকে আপত্তি উঠলেও নীতিনির্ধারকেরা আমলে নেননি। তখন তাঁরা পাসের হার বৃদ্ধির পক্ষে যেসব যুক্তি দিতেন, এখন তার উল্টোটা দিচ্ছেন। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা। অনেক সময় দেখা গেছে, এইচএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছেন না।

আরেকটি প্রশ্ন, যেখানে কুমিল্লা বোর্ডে অর্ধেক শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেন না, সেখানে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে কীভাবে ৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন? পাসের হারের এই বিরাট হেরফের কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। যেকোনো পর্যায়েই হোক বড় ধরনের সমস্যা না থাকলে এমন হওয়ার কথা নয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যদি সমস্যা না হয়ে থাকে, তবে পাঠদানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা হয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার মানের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। মন্দ মূল্যায়নের ভালো ফল যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি ভালো মূল্যায়নের মন্দ ফলও কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।

পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষাপদ্ধতি ও যথাযথ মূল্যায়ন—এই সব কটির ওপরই নির্ভর করে শিক্ষার যথাযথ মান। কখনো পাসের উচ্চ হারে আহ্লাদিত, আবার কখনো পাসের হার কমার বিষয়টিকে মান বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করা কাজের কথা নয়। পুরো বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে না পারলে শিক্ষার মানের অধোগতি ঠেকানো যাবে না। আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর